

## শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ও তার উত্তরঃ

### (গাইবান্ধা জেলা)

**প্রশ্ন ১) ১৮ বছর বয়স পূর্ণ হবার পূর্বেই কী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করা যাবে ?**

উত্তরঃ এক গবেষণায় দেখা গেছে সারা দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর একটি বড় অংশের বয়স ১৮ বছরের নিচে। আর সাইবার অপরাধের দিকে এখন বেশি ঝুঁকছে ১৮ বছরের কম বয়সীরা। এর কারণ আর কিছুই নয়, এই বয়সটা আসলে ভীষণভাবে রোমাঞ্চমুখী। ফলে তারা অগ্রপ্ৰচণ্ড না ভেবেই ভুল পথে পা রাখে। এটা সত্যিই আমাদের জন্য শঙ্কার কথা। প্রয়োজনে ফেসবুক ব্যবহারের সীমারেখা টানতে হবে। কোনো বয়সী মানুষ ফেসবুক ব্যবহার করতে পারবে, কারা পারবে না তা থাকতে হবে নীতিমালার মধ্যে। থাকতে হবে রেজিস্ট্রেশন। বিশেষ করে অপ্রাপ্ত বয়স্করা যেন ফেসবুক ব্যবহার করতে না পারে সে বিষয়টির দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। আর কী ধরনের স্ট্যাটাস দেওয়া যাবে, যাবে না তাও উল্লেখ থাকবে সেখানে। তবে ফেসবুকের অপব্যবহার অনেকটা কমে আসবে।

**প্রশ্ন ২) আমাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অ্যাকাউন্টগুলোর পাসওয়ার্ড কী অভিভাবকদের জানাতে পারি?**

উত্তরঃ সাধারণত আমরা আমাদের অ্যাকাউন্টগুলোর পাসওয়ার্ড কাউকে শেয়ার করবা না। কারণ একজন পাসওয়ার্ড জেনে গেলে তার মাধ্যমে অনেকে জেনে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা কারো সাথে পাসওয়ার্ড শেয়ার করতে পারিনা।

**প্রশ্ন ৩) পরিচয় গোপন করে কেউ যদি ফেসবুক আইডি খুলে তার বিরুদ্ধে কী ধরনের আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যাবে?**

উত্তরঃ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ২৪ ধারা অনুযায়ী পরিচয় প্রতারণা বা ছদ্মবেশ ধারণ একটি আমলযোগ্য অপরাধ। সুতরাং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। যদি কোনো ব্যক্তি ২৪ ধারা এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তা হলে তিনি অনধিক ৫(পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

--- উল্লিখিত অপরাধ দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন, তাহ হলে তিনি অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

**প্রশ্ন ৪) আমাদের ফেসবুক আইডি হ্যাক হলে কী করবো?**

উত্তরঃ আপনার ফেসবুক আইডি হ্যাক হওয়া মাত্রই নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নিতে পারেন।

১. প্রথমে <http://www.facebook.com/hacked> লিঙ্কে প্রবেশ করুন।

২. এরপর “My account is compromised” বাটনে ক্লিক করুন। হ্যাক হওয়া অ্যাকাউন্টের তথ্য চাওয়া হলে সেখানে উল্লেখ করা দুটি অপশনের (ইমেইল বা ফোন নম্বর) যে কোনো একটির ইনফরমেশন দিন।

৩. প্রদত্ত তথ্য সঠিক হলে প্রকৃত অ্যাকাউন্টটি দেখাবে এবং আপনার বর্তমান অথবা পুরাতন পাসওয়ার্ড চাইবে। এখানে আপনার পুরাতন পাসওয়ার্ডটি দিয়ে কন্টিনিউ করুন।

৪. হ্যাকার যদি ইমেইল অ্যাড্রেস পরিবর্তন না করে থাকে তবে আপনার ইমেইলে রিকভারি অপশন পাঠানো হবে। এর মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট উদ্ধার করা সম্ভব।

৫. হ্যাকার যদি ইমেইল অ্যাড্রেস, ফোন নম্বরসহ লগইন করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবর্তন করে থাকে তবে **Need another way to authentication? -> Submit a request to Facebook** এ ক্লিক করলে ফেসবুক প্রোফাইলটি উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও আইডি সরবরাহের ফর্ম পূরণের মাধ্যমে হ্যাকড অ্যাকাউন্ট উদ্ধার করা সম্ভব।

সোশ্যাল মিডিয়া হ্যাকিংয়ের শিকার হলে আপনি স্বশরীরেও সিআইডি'র সাইবার পুলিশ সেন্টারে গিয়ে অভিযোগ জানাতে পারেন। সর্বোপরি ফেসবুক হ্যাক হলে যত দূত সম্ভব নিকটস্থ থানা পুলিশকে অবহিত করুন।

আইনগত প্রতিকারঃ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ৩৪ ধারা অনুযায়ী হ্যাকিং একটি আমলযোগ্য অপরাধ। সুতরাং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

যদি কোনো ব্যক্তি হ্যাকিং করেন, তাহ হলে সেটা হবে একটি অপরাধ এবং উক্ত ব্যক্তি অনধিক ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

উল্লিখিত অপরাধ দ্বিতীয় বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন, তা হলে তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।